বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

মধ্যম-মেয়াদী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ অর্থনীতির বাৎসরিক পর্যালোচনা, ডিসেম্বর ২০১৬

কর-জিডিপি অনুপাতের প্রবণতা

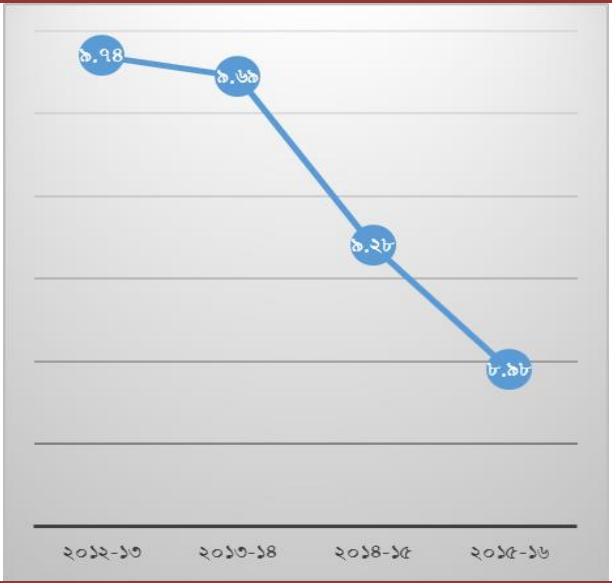

রেমিট্যান্স প্রবাহে সাম্প্রতিক প্রবণতা (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

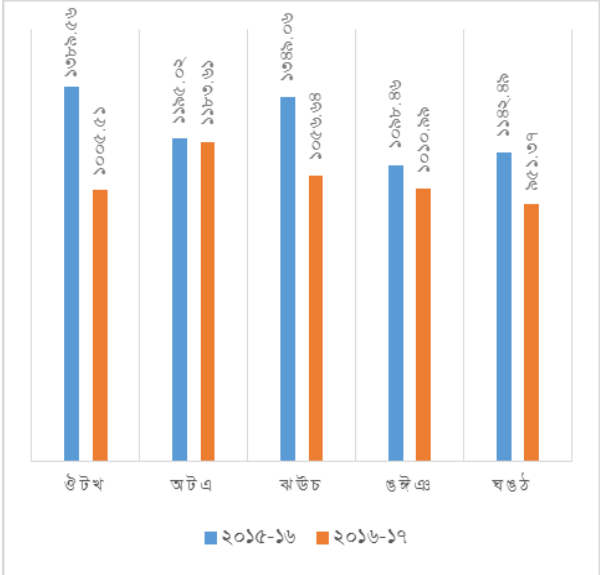

উৎসঃ 'উন্নয়ন অন্বেষণ', *মধ্যম-মেয়াদী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ: বাংলাদেশ অর্থনীতির বাৎসরিক পর্যালোচনা*, ডিসেম্বর, ২০১৬।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ' এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, রাজস্ব আদায়ে মন্থরগতি, একক পণ্য নির্ভর রপ্তানি আয়, ক্রমহ্রাসমান রেমিট্যান্স প্রবাহ ও যুব বেকারত্ব মধ্যম-মেয়াদী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহকে আরও প্রবল করে তুলছে। ফলে উৎপাদনমুখী খাতগুলোতে প্রয়োজনীয় সম্পদ বণ্টনে অদক্ষতা দেখা দেয় যা দেশের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ড় করছে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এর 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা'র বর্তমান সংখ্যায় মন্ড়ব্য করে।

মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা, অর্থপাচারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অস্থিতিশীলতা ও অদূরদর্শিতা প্রধান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মনে করে।

বেসরকারিখাতে বিনিয়োগের প্রায় স্থবির পরিস্থিতির দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলে যে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ড় ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ গড়ে ০.০৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। জিডিপি'র অনুপাতে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের পরিমান ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ২১.৮৭ শতাংশ ছিল যা ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ২১.৫৬, ২২.১৪, ২২.৫০, ২১.৭৫, ২২.০৩, ২২.০৭ ও ২১.৭৮ শতাংশ হয়েছে।

দেশ থেকে অবৈধ আর্থিক প্রবাহের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা (২০১০ সালে ৫৪০৯ মিলিয়ন, ২০১১ সালে ৫৯২১ মিলিয়ন, ২০১২ সালে ৭২২৫ মিলিয়ন ও ২০১৩ সালে ৯৬৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এর দিকে দৃষ্টি দিয়ে উন্নয়ন

অন্বেষণ সতর্ক করে যে, দেশজ সঞ্চয় যা জিডিপি'র অনুপাতে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে হ্রাস পেয়েছে (২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩০.৫৩ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২৯.২৩ শতাংশ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৯.০২ শতাংশ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩০.০৮ শতাংশ) বর্তমান অর্থবছর শেষে আরও কমে যেতে পারে যা ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে বাধাগ্রস্ড় করতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অপর্যাপ্ত বাস্ড়বায়নের দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্ড়ব্য করে যে সরকারিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার কারনে বিনিয়োগসমূহের কার্যকারিতা কমে যায় ফলে অর্থনীতিতে গুণক প্রভাব সৃষ্টি হয় না।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১২৩৩৪৬ কোটি টাকার বিপরীতে অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাস অর্থাৎ জুলাই-নভেম্বর সময়ে ১৯.১৩ শতাংশ বা ২৩৫৯৪ কোটি টাকা বাস্ড়বায়িত হয়েছে যেখানে গত দুই অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের হার যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ১৭ শতাংশ ছিল।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হারে হ্রাসমান প্রবণতা লক্ষণীয়। যেখানে ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার ১৯.৩ শতাংশ ছিল, সেখানে তা পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে কমে গিয়ে ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৫.২, ১০.৪, ১৩.৫ ও ১৩.৮ শতাংশে হ্রাস পায়।

পর্যাপ্ত অভ্যন্ড়রীণ সম্পদ সঠিকভাবে সংঘটিতকরণে ব্যর্থতা দেশে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের যোগানকে বাধাগ্রস্ড় করবে যা ফলশ্রুতিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এসডিজি) অর্জনকে ব্যাহত করবে বলে উন্নয়ন অন্বেষণ মত প্রকাশ করে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তেতে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে বর্তমান অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টারের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) লক্ষ্যমাত্রা ৬০৬৮৮ কোটি টাকার বিপরীতে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমান ৪৩৫৩৯ কোটি টাকা হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৪২৭৫২ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়।

জিডিপির অনুপাতে মোট কর রাজস্ব আদায় ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে হ্রাসমান উলেণ্ঢখ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশ করে যে মোট কর রাজস্ব জিডিপির অনুপাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯.৭৪ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯.৬৯ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯.২৮ শতাংশ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮.৯৮ শতাংশ হয়।

রাজস্ব আদায়ে দক্ষিণ এশিয় দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকাকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে, গত চার অর্থবছরে জিডিপি'র অনুপাতে গড় রাজস্ব আদায়ের পরিমান বাংলাদেশে ১১.৫৭ শতাংশে দাঁড়ায় যেখানে একই সময়ে গড় রাজস্ব আদায়ের পরিমান ভারতে ১৯.৪ শতাংশ, নেপালে ১৮.৯ শতাংশ, পাকিস্তানে ১৩.৭ শতাংশ এবং শ্রীলংকায় ১৩.৪ শতাংশ।

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার কর্তৃক দেশীয় ও বৈদেশিক উৎস থেকে উচ্চ ঋণ গ্রহণের ফলে প্রদেয় সুদের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম

কোয়ার্টারে প্রদেয় সুদের পরিমান ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিক প্রদেয় সুদ অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি করে যা সরকারের উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দেয় বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্তব্য করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতৃক প্রকাশিত সর্বশেষ উপাত্ত বিশেণ্ডষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ের ২৪৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বাণিজ্য ঘাটতি ১২.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ এর জুলাই-অক্টোবর সময়ে ২৭৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়। একই সময়ে রপ্তানি আয় ৬.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যেখানে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৭.৯৩ শতাংশ।

চলতি হিসাবের সবগুলো সুচকের (বাণিজ্য ভারসাম্য, সেবা, প্রাথমিক আয় ও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত আয়) অবনতির ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে সাম্প্রতিক সময়ে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে চলতি হিসাবে ভারসাম্যে ১২৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল, সেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে উক্ত হিসাবের ভারসাম্যে ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে।

গত অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৫.৬৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই- নভেম্বর সময়ে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমান ৬১৭৪.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে ৫২০৮.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে হ্রাস পায়।

গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবারগুলোর ভোগব্যয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচের একটি বড় অংশের অর্থায়ন হয় পরবারগুলোর সদস্যদের পাঠানো রেমিট্যান্স থেকে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ের রেমিট্যান্স প্রবাহে যে হ্রাসমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিদ্যমান থাকলে গ্রামীণ পরিবারগুলোর আর্থসামাজিক অবস্থার অবনতি হতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করে।

শ্রমশক্তি জরিপের উপাত্ত বিশেণ্ডষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০০০-২০১০ সময়ে বেকার জনসংখ্যা বার্ষিক ৫.২৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেকার লোকসংখ্যা ২০০০ সালের ১.৭ মিলিয়ন থেকে ২০১০ সালে ২.৬ মিলিয়ন হয় যেখানে ১০.৬ মিলিয়ন লোক দিনমজুর হিসেবে কাজ করে যাদের কাজের নিশ্চয়তা নেই।

আয় বৈষম্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার সুযোগে বৈষম্য, বহুমাত্রিক দরিদ্রতা, ও বেকারত্ব বিশেষ করে যুব বেকারত্ব (বর্তমানে দেশে ১৫-২৪ বছর বয়সী তর"ণ-তর"ণীদের ৯.১ শতাংশ বেকার) দেশে অর্জিত উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে বলে উন্নয়ন অন্বেষণ আশংকা প্রকাশ করে।

'উন্নয়ন অন্বেষণে' উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিমুখীন প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ, কর ভিত্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আয়, আর্থিক খাতে প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার, ব্যবসায়িক আস্থা পুনর"দ্ধারের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কার্যকরি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সৃষ্টি করার উপর গুর"ত্ব আরোপ করে।